সংবাদ

তারিখ: 13 OCT 2017

দেশের প্রথম ডিজিটাল মাধ্যমিক স্কুল খুলনায়

শুভ্র শচীন, খুলনা

খুলনা নগরীতে সর্বপ্রথম প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ডিজিটাল সুবিধা সংবলিত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় তিনটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণের কাছ চলছে। প্রতিটি স্কুল পূর্ণাঙ্গভাবে নির্মাণ করতে ২০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্কুলগুলো নির্মাণ প্রকল্পের কাজ ২০১৯ সালে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানা গেছে। জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি রয়েছে ডিজিটাল পদ্ধতিতে উন্নত পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এরই ধারাবাহিকতায় প্রথম খুলনা মহানগরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ডিজিটাল সুবিধা সম্বলিত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। যা দেশের অন্য কোথাও শুরু করা হয়নি। গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এই স্কুলগুলো। সেখান থেকে অনুমোদন পাওয়ার পর নতুনকরে স্কুলের জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়। প্রতিটি স্কুলের জন্য জমি নির্ধারণ করা হয়েছে দেড়একর। জমি অধিগ্রহণ করতে দেরি হওয়ায় প্রকল্প অর্থবছরের থেকে কার্যক্রম দুইবছর বিলম্ব হয়েছে। তবে বর্তমানে তিনটি স্কুলেরই নির্মাণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। জানা গেছে, স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রী একইসাথে অধ্যয়ন করতে পারবে। স্কুল তিনটি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে নগরীর কেডিএ শিরোমণি, লবণচরা সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিমুখে বটিয়াঘাটা উপজেলার কৃষ্ণনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। স্কুলগুলোর জন্য নির্মিত ভবনে থাকবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুবিধা। যেখানে তারা অধ্যয়ন করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে। স্কুলগুলো চালু হলে প্রতিটি স্কুলে ৩ হাজার শিক্ষার্থী পাঠগ্রহণের সুযোগ পাবে। প্রতিটি স্কুলের জন্য নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ২০ কোটি টাকা। যা পর্যায়ক্রমে স্কুলভবন নির্মাণে ব্যয় করা হবে বলে জানা গেছে। স্কুলগুলোর শ্রেণীকক্ষ থাকবে মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধ। মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের যাবতীয় পাঠ শিখতে পারবে। খুলনা জোনের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ রেজাউল ইসলাম বলেন, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির ডিজিটাল পদ্ধতিতে মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধ স্কুল সর্বপ্রথম খুলনা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। স্কুলের ভবনগুলোতে ডিজিটাল পদ্ধতির পাশাপাশি পরিবেশ ও প্রতিবন্ধীবান্ধব পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যেই এ ধরনের প্রকল্প। তবে জমি অধিগ্রহণে দেরি হলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ হবে বলে আশা করেন এ কর্মকর্তা। সরেজমিনে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বটিয়াঘাটা উপজেলায় কৃষ্ণনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে, ঢাকার ঢালী কনস্ট্রাকশন লিমিটেড নামক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটির নিয়োজিত শ্রমিকরা নতুন নির্মাণাধীন স্কুলটিতে কাজ করছেন। সেখানে মাটির নিচে পাইলিং শেষ হয়ে গেছে। মাটির ওপরের স্থাপনা নির্মাণের তোড়জোড় চলছে। স্কুলটির দায়িত্বে থাকা প্রকৌশলী বেল্লাল হোসেন বলেন, নকশা পরিবর্তনের কারণে কাজ শুরু হতে দেরি হয়েছে। তারপরও প্রকল্পের পাইলিং কাজ শেষ হয়েছে। কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ হবে বলে তিনি আশা করেন।